ইনকিলাব

তারিখ 26 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটে অতিষ্ঠ ও দিশেহারা শিক্ষার্থীরা

অনলাইনে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজ ও তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে-ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

□ ফারুক হোসাইন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোহেল রানা। ২০০৭-০৮ সেশনে অনার্সে ভর্তি হয়েছেন। ছয় বছর হতে চললো এখনো ৪র্থ বর্ষেই আছেন। আরও কত বছর পর অনার্স-মাস্টার্স শেষ করতে পারবেন তার কোন সঠিক তথ্য কেউ তাকে দিতে পারছে না। একই মাস্টার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-০৭ সেশনে ভর্তি হয়েছেন সুমি আক্তার। অনার্স রেজাল্ট হয়েছে দুই মাস আগে। অথচ একই বর্ষে ভর্তি হওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনার্স-মাস্টার্স শেষ করেছেন ২০১২ সালের প্রথম দিকেই। কিন্তু তার

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

শেষ হতে হয়তো আরও দুই বছর লেগে যাবে বলে মনে করছেন সুমি। একই অবস্থা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সেশনের শিক্ষার্থীদের। চার বছরের অনার্স আর এক বছরের মাস্টার্স শেষ করতে লেগে যায় ৮ থেকে ১০ বছর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে আড়াই হাজারের বেশি অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থী। মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব আর আসন সংকটের কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর্থিক দৈন্যতার কারণে অনেকেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সামর্থ্য রাখেন না। তাই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ভর্তির পর থেকেই শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়ে পড়েন সেশন জট নামক এক অদ্ভুত বিষয়ের সাথে। বছরের পর বছর একই অবস্থা চলতে থাকলেও যার কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষে এখন দুইটি ব্যাচ রয়েছে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের ফল প্রকাশিত হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে। অথচ তাদের ফল প্রকাশ করার কথা ছিল ২০১২ সালে। ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ফরম পূরণ শেষে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষমাণ। আগামী মাসের ২৬ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে তাদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা। এ ব্যাচটি এখন দ্বিতীয় বর্ষে থাকার কথা। আর ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলছে। এ ব্যাচটির প্রথম বর্ষের ক্লাস শেষের দিকে থাকার কথা থাকলেও আগামী এক বছরের মধ্যেও তাদের প্রথম বর্ষ শেষ হবে বলে মনে করেন না শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ক্লাস, পরীক্ষা আর ফল প্রকাশ নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে এক লেজেগোবরে অবস্থা।

ঢাকা কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র রাসেল আহমেদ বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমরা সেশন জটে অতিষ্ঠ এবং দিশাহারা। চার বছরের অনার্স শেষ করতে সময় লাগছে সাত বছর। পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতেই লাগে ৭-৮ মাস সময়। এতো সবের পরও প্রতিবাদের কেউ নেই উল্লেখ করে রাসেল বলেন, আমাদের ছাত্রনেতারা নিশ্চুপ কারণ, এখানে কোন টাকা নেই। রংপুর কারমাইকেল কলেজের মাস্টার্সের ছাত্র রুনা আক্তার বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর প্রশংসা চারিদিকে তবে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আমি তাকে সফল মনে করি না, তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে সফল, সমানভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিফল। সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের সমস্যার কি কোন সমাধান নেই? জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর পাশে কি কেউ নেই?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ বিশালসংখ্যক শিক্ষার্থীর ওপর সেশন জটের বোঝা অভিশাপের মতো আবির্ভূত হয়েছে। বিভাগ ভেদে সর্বনিম্ন ১ বছর থেকে ৪ বছরের সেশন জট রয়েছে। মূলত সঠিক সময়ে ভর্তি, ক্লাস, পরীক্ষা আর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে এ ধরনের অবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের পড়তে হতো না। তাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতো না মূল্যবান সময়। ধ্বংস হতো না শিক্ষার্থীর ব্যক্তি, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ছিটকে পড়তে হতো না রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে। এটা যেমন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের দুর্ভাগ্য তেমনি জাতির জন্য দুর্ভাগ্য। কারণ একটা শিক্ষিত শ্রমশক্তি পেতে জাতির দেরি হচ্ছে। এ শ্রম শক্তির অনেকেরই শিক্ষাজীবন শেষ করতে করতে তাদের সরকারি চাকরি প্রাপ্তির বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে।

একই অবস্থা ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্সেরও। ৬-৭ বছরের কম সময়ে সম্পন্ন হয়না তিন বছরের ডিগ্রি পাস কোর্স। প্রফেশনাল কোর্স তথা বিএড, এমএড, এলএলবি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়েরও অবস্থা ভিন্ন নয়। বিভিন্ন সেশনে পরীক্ষা ৮ মাস থেকে ১০ মাসেও ফলাফল প্রকাশের কোন সুসংবাদ নেই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে আজ (গতকাল) একাডেমিক কাউন্সিলের সভাতেও আলোচনা করেছি। সেশন জট দূর করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, এবারই প্রথম আমরা ৪ মাসের মধ্যে একটি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছি। যা আগে ৭ থেকে ৮ মাস সময় লাগতো। এছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আমরা নতুন একটি সার্ভার কিনছি এবং অন্যান্য অনুষঙ্গও কেনার ব্যবস্থা করছি। এগুলো কেনা হলে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজগুলো অনলাইনেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া ৩ মাসের মধ্যে যে কোন পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করছি। এগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে অচিরেই এ বিষয়টি থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে বলে মনে করেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

সেশনজটের কারণ : ১৩ লাখ শিক্ষার্থীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের আলাদা কোন পরীক্ষার হল নেই। শিক্ষার্থী এবং কোর্স অনুপাতে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। হরতাল-অবরোধ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে না। দেশের কোন অঞ্চলে সমস্যা হলেই তার প্রভাব পড়ে সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এছাড়া একাডেমিক কাজে অবহেলা আর ভুল তো আছেই। শিক্ষকদের উত্তরপত্র সময়মতো মূল্যায়ন শেষ না করার মতো ঘটনাও রয়েছে। এছাড়া সিলেবাস কারিকুলাম নিয়ে ও শিক্ষার্থী, শিক্ষক আর সংশ্লিষ্টদের অভিযোগের অন্ত নেই। ভর্তিজট, সিলেবাস ও কারিকুলামজট, পরীক্ষাজট, ফলাফলজট, পরিদর্শনজট, মামলাজট ইত্যাদি তো রয়েছেই। প্রশাসনিক দুর্বলতা, এইচএসসি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কেন্দ্র হওয়ায় পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব এবং ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হওয়ার শুরুতেই এক বছর পিছিয়ে থাকছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ইডেন কলেজের মাস্টার্সের ছাত্রী রুমানা আহসান বলেন, ২০০৬-০৭ সেশনে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। একই বর্ষে ভর্তি হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা গত বছর যে মাসে মাস্টার্স শেষ করেছে। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা মাস্টার্স ক্লাশ শুরু করেছি। দুই বছরের আগে মাস্টার্স শেষ হবে বলে মনে করেন না তিনি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' বাধ্যতামূলক হচ্ছে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ নম্বরের 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' কোর্স বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। গতকাল (রোববার) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় এই কোর্স অন্তর্ভুক্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, এই কোর্স অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে বলে মনে করেন তিনি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, দীর্ঘ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞাতার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বদরুজ্জামান জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনার্সের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ এবং ডিগ্রি পাস ১ম বর্ষে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বিজ্ঞান নির্বিশেষে সকল ধারার শিক্ষার্থীদের জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এ বিষয়টি সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের শিক্ষা কার্যক্রম সরেজমিনে মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে 'একাডেমিক মনিটরিং টিম' পাঠানো এবং [illegible] ডিসিসসহ ১ বছর ৬ মাস মেয়াদি মাস্টার্স ও এমবিএ প্রোগ্রাম চালুর [illegible] করা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভিসি প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ